কেয়াফুল

শ্রীনিশিকান্ত সেন



ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

ছ' আনা

কলিকাতা
১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আশ্বিন, ১৩৩৮

কলিকাতা
১৬১১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর
পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আপনভোলা সাহিত্যিক

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের

প্রতি

আমার প্রাণের যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা

তারই চিহ্ন

এই কেয়াফুল

দু-একটি কথা

কেয়াফুল নাটকটি বেরিয়েছিল ১৩৩৫ সালের বৈশাখের খোকাখুকুতে। সে অনেক দিনের কথা। বেরুবার পর অনেক জায়গায় বইটির অভিনয় হয়েছিল। ঐ সংখ্যার কাগজখানি খুব শীগ্‌গিরই ফুরিয়ে যায়। তখন থেকে আমার চেনা-অচেনা অনেক তরুণ বন্ধুই কেয়াফুলটিকে বইয়ের আকারে বের করবার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। বইটি প্রকাশ করবার ভার নিয়ে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, এতদিনে আমাকে সে অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ দিয়েচেন।

কেয়াফুলের অভিনয় যাতে ছেলেরা খুব সহজেই করতে পারে, এজন্যে অভিনয়কুশল, সুসাহিত্যিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'অভিনয়ের গোড়ার কথা' লিখে দিয়েচেন। খোকাখুকুদের প্রিয়-লেখক শ্রীমান্ বিমল ঘোষের উৎসাহ ও উদ্যোগে ছোটদের আদরের 'গল্প-দাদু' রেডিও সার্কেলে বইটির অভিনয়ের আয়োজন করেচেন। তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান্ অনিলকুমার সরকার প্রুফ দেখে দিয়ে ও আরো নানারকম শ্রম স্বীকার করে বইটি প্রকাশের সাহায্য করেচেন, এজন্যে এঁরা সকলেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীনিশিকান্ত সেন

অভিনয়ের গোড়ার কথা

সখের অভিনয়ে প্রথমেই গোল বাধে, কে কি সাজবে তাই নিয়ে। নাটকের প্রধান ব্যক্তি সাজবার লোক ঢের মেলে, সাধারণ লোক সাজতে কেউ রাজি হয় না। কিন্তু সাধারণ অসাধারণ নানান লোক নিয়েই নাটক। অভিনয় সব দিক দিয়ে সুন্দর করবার জন্যে সকলেরই প্রয়োজন সমান। অভিনয়ের গুণে অপ্রধান ব্যক্তিও দর্শককে মুগ্ধ করতে পারেন, আবার এই অভিনয়ের দোষে নাটকের প্রধান যে ব্যক্তি, তিনিও সকলের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠেন। আরো মজা এই যে, শুধু একটি লোকের খারাপ অভিনয়ের জন্যেও কখনো কখনো নাটকের বিলকুল অভিনয়টিই মাটি হয়ে যায়। এই জন্যেই যদি আমরা মনে রাখি যে, অভিনয়ে ছোট-বড় কেউ নেই,—সবাই সমান, তা হলে গোল খুব সহজেই চুকে যেতে পারে।

অভিনেতা বাছাই ও মহলা—অভিনয়ের প্রথম কাজ—অভিনেতা বাছাই। এর জন্যে দেখতে হবে চেহারা। যাকে নাটকের যে পাত্র বা পাত্রী সাজলে মানায়, তাকে তাই সেজে অভিনয় করতে হবে। অভিনেতা সব বাছাই করা হ'লে, নাটকখানি আগাগোড়া অভিনেতাদের দিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। তাঁরা মন দিয়ে বইটি পড়বেন—বাড়ীতেই হোক, বা আখড়াতেই হোক। এই রকম করে নাটকখানির সঙ্গে যখন তাঁদের পরিচয় হয়ে যাবে, তখন যিনি অভিনয়ের মাষ্টার বা শিক্ষক তিনি আগাগোড়া বইটি পড়ে শোনাবেন। এই পাঠের সময় অঙ্গ-ভঙ্গির দিকে তেমন নজর দেবার দরকার নেই, নজর দিতে হবে সুস্পষ্ট আবৃত্তির দিকে। আবৃত্তি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হয় কিসে জানো?

যদি কথার মধ্যে জড়তা না থাকে, আর ছেদকে ছেড়ে না যাওয়া যায়। ছেদ হচ্ছে কোথায় কতটা থামতে হবে তার সঙ্কেত-চিহ্ন—দরকার হ'লে এই সব জায়গাতেই দম ধরতে ও ছাড়তে হবে। তা ছাড়া কোথায় কোথায় আনন্দ, উল্লাস, ঘৃণা, আশ্চর্য্য এই সব ভাব প্রকাশ করতে হবে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, তারও সঙ্কেত এই ছেদ। কাজেই আবৃত্তির জন্যে ছেদের দিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকার।

মাষ্টার-মশায়ের মুখে আবৃত্তি শুনে আবৃত্তির ধাঁজটা দেখে নেবে, এই সময় যা-যা জানবার এবং বোঝবার দরকার, তাও জেনে এবং বুঝে নেবে। তারপর পার্টটি ও-ধাঁজেই মুখস্থ করে ফেলবে। মুখস্থ হয়ে গেলে নামবে মহলা দিতে। তখন ভাব-ভঙ্গি, কায়দা-কানুন সব আয়ত্ত করে নেবে।

অভিনয়ে আবৃত্তি ও ভাবপ্রকাশের জন্যে অঙ্গ-ভঙ্গি খুব বড় কথা, তবু বলতে হবে, শুধু আবৃত্তি আর অঙ্গ-ভঙ্গি ঠিক-ঠিক হলেই যে, অভিনয় নিখুঁত হয়ে ওঠে, তা নয়, যদি-না তার সঙ্গে সাজসজ্জা, ষ্টেজ, দৃশ্যপট এই সবের ভাল ব্যবস্থা থাকে। মানানসই সাজগোজ, ঘটনার স্থানকালের উপযোগী দৃশ্যপট, আলোর সুসমাবেশেই অভিনয় সুন্দর ও সজীব হয়ে ওঠে।

সাজগোজ—কিন্তু সখের দলের পক্ষে—বিশেষ মফস্বলে—সাধাসিধে পোষাক, সাধারণ রকমের পর্দা, সামান্য লণ্ঠনের আলো দিয়েই কোনো রকমে কাজ সারতে হয়।

তা হোক, খুব-বেশি ক্ষতি নেই তাতে, এই সাধারণ সরঞ্জামকেই অসাধারণ করে তোলা যায়, যদি আমরা বুদ্ধি খাটাই, আর খাটুনীর ভয় না করি। দামী জমকালো জিনিসের বাহার কিসে খোলে, সেইটে আগে

ধরে নিতে পারলে, তার অভাব কি দিয়ে পূরণ করা যায়, ধরা কিছুই শক্ত হয় না। ধরো, যেমন দেখাতে হবে, সোনার জেল্লা। এই জেল্লা পেতল দিয়েও দেখানো যেতে পারে—মেজেঘষে, আলোর মুখে রেখে। এই রকম করে, রাখবার সাজাবার কায়দায় আর আলোর খেলায়—টিনকে ইস্পাৎ, রাংকে রূপো, এবং কাঁচকে দামী পাথর বলে চালিয়ে দেওয়া তেমন শক্ত কাজ নয়।

আলো—ষ্টেজ অর্থাৎ মঞ্চে প্রধান দরকার আলোর। বিজলীবাতি যে সব্সে সেরা, সে কথা বোধ হয় বলে বোঝাতে হবে না। মফস্বলে এ বাতির অভাবে এসিটেলিন গ্যাসের আলোয় কাজ চলতে পারে। তাও যদি না জোটে তো কেরোসিনের জোর-আলোরই জোগাড় করতে হবে। এই আলো খাটাবার সময় ছুটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম—ষ্টেজে যেন অভিনেতাদের ছায়া না পড়ে। দ্বিতীয়—তাঁদের চোখ মুখ যেন দূর থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অভিনেতাদের মাথার ঠিক ওপরদিকে জোর আলো খাটালে, ষ্টেজে ছায়া পড়বে না। তেমন কোনো ভাল আলোর ব্যবস্থা করতে না পারলে, ছুটি ঝুলানো ল্যাম্প হলেই চলবে। এই আলো থাকবে একটির পেছনে আর একটি। অভিনেতাদের মুখ দূর থেকে স্পষ্ট দেখানোর জন্যে, চাই ফুট্‌লাইট্, অর্থাৎ ষ্টেজের যে মেজে, তার সুমুখে সারবন্দী আলো। এই আলো ষ্টেজ ছোট-বড় হিসেবে, তিন থেকে আট-দশটি অবধিও হতে পারে। তবে দেখতে হবে, আলো দেবার দোষে যেন অভিনেতাদের চোখে-মুখে ছায়া না পড়ে।

দৃশ্যের বাহার খোলবার জন্যে লাল, নীল, রঙীন্ আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু এই আলোর জন্যে রঙ্‌মশাল, কি আর কোনো রকম

ঝাঁজালো মশাল জ্বেলোনা কখনো। ধোঁয়ায় অভিনেতার গলা ভেঙে বা বসে যায়, মাথাও ধরতে পারে! রঙীন্ বিজলীবাতির অভাবে উজ্জ্বল দৃশ্য দেখাবার জন্যে ম্যাগ্নেসিয়াম্ ওয়ার্ বা রিবন্ (Magnesium wire or Ribbon) জ্বালানো ভাল। মিহি কাপড়ের বা পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে কাগজের রঙীন্ বড় ফানুসের ভেতরে জ্বলন্ত ম্যাগ্নেসিয়াম্ রিবন্ ধরলেই রঙের আভায় সমস্তটা ষ্টেজ রঙীন্ হয়ে ওঠে।

অনেক সময় ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের দিনের বেলায় অভিনয় করতে হয়। দিনে অভিনয় করতে হলে, দরজা বন্ধ করে ষ্টেজটি যতদূর সম্ভব অন্ধকার করে ষ্টেজের আলোগুলো জ্বেলে দেওয়া উচিত।

কেয়াফুল অভিনয়

কেয়াফুল নাটকে রাজারাজড়া নেই—আছে সাধারণ ঘরের লোক—ছেলেছোকরাই বেশির ভাগ। ঘটনা সাধারণ রকমের কথাবার্ত্তাও ঘরোয়া। কাজেই জমকালো পোষাক-আষাক বা দৃশ্যপটের আড়ম্বর নেই এবং আবৃত্তিরও ভড়ং নেই। খুব সহজেই এই নাটকখানির অভিনয় করা যায়। সাজসরঞ্জামের আড়ম্বরের জন্যে ছেলেরা নাটকের অভিনয় করতে প্রায়ই ভর্সা পায় না। এই অনাড়ম্বর নাটকখানি সহজেই তাদের সে অভাব পূরণ করবে।

অভিনেতাদের পোষাক—নাটকের প্রথম ব্যক্তি—**কিনু**—খালি গা, পরণে খদ্দরের ধুতি, মাথায় টেরির বাহার নেই, তা ব'লে চুল উস্কোখুস্কোও নয়—সভ্যভব্য রকমের। পায়ে জুতো নেই, গলায় ও হাতে মাদুলী।—দেখলেই বোঝা যায়, সে গরিব ঘরের ছেলে।

২য়—**বিশু**—কালাপেড়ে মিহিধুতি পরা, গায়ে গেঞ্জি—বোতাম নেই

একটিও। ফাঁকে গলা বুক বেরিয়ে পড়েছে। চুল উস্কোখুস্কো,—তেল জল বা চিরুণীর সংশ্রব নেই অনেক কাল।

চোখের চারদিকে কালো ছায়া—তুলি দিয়ে হাল্‌কা কালো কস্‌মেটিকের ছোপ দিলেই ফুটে উঠবে। চুল সাবানজলে ধুইয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর সামান্য কিছু পাউডার দুহাতে রগ্‌ড়ে নিয়ে চুলগুলো সেই হাতে এলোমেলো করে দেবে। দেখো, যেন বেশি পাউডার লেগে পাকা চুল হয়ে না যায়।—সে মধ্যবিত্‌ গেরস্ত ঘরের ছেলে, সকাল থেকে খায়নি—এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৩য়—**রাখাল**—কালো হাফ্‌প্যাণ্ট্‌, সাদা সার্ট, খালি পা।

৪র্থ—**গোপাল**—ধুতি পরণে, ডোরাকাটা সার্ট।

৫ম—**পাহারাওলা**—শহরতলীকে আমরা কলকাতার শহরতলীই ধরে নিলুম। পুলিশের পোষাকও এখানকার পুলিশের মতোই—সাদা হাফ্‌প্যাণ্ট্‌, সাদা কোট, পায়ে কালো পট্টির নীচে নাগরা। মাথায় লাল পাগড়ী, কোমরে চাপরাশ, হাতে গাঁটওলা বাঁশের লাঠি।

জমকালো ঝাঁটা গোঁফ, চোখে সুরমার বাহার—কস্‌মেটিকের কালো লাইনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লাইন চোখ ছাড়িয়েও দুদিকে আধ আঙুল বেড়ে যাবে।

৬ষ্ঠ—বিশুর বাপ **হরিহর**—সাদা থানধুতি পরা, ফিতে-বাঁধা ফতুয়া গায়ে। চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা, পায়ে চটি। হাতে হুঁকো বা গড়গড়ার নল। ধূমপানে আপত্তি হলে, সাম্‌নে একখানা খবরের কাগজ।

মাথায় কাঁচাপাকা ছাঁটা পরচুলো, গোঁফ—সাধারণ ভদ্রলোকের যেমন থাকে।

গোঁফ পরতে কারু কারু আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হরিহর হচ্ছে বিশুর বাপ। ছেলের কচি মুখ নিয়ে তো ছেলের বাপ হওয়া সাজবে না।—হরিহর বাড়ীর কর্ত্তা—তাঁকে কর্ত্তা-ব্যক্তির মতোই হতে হবে, চেহারায় আর চালচলনে।

৭ম—**দীননাথ**—খালি গা, পরণে হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়, মাথায় গামছা বাঁধা, হাতে একগাছি কঞ্চির ছড়ি।

গায়ের রং কালো না হলে, সাদা পাউডারের সঙ্গে ফিকে সবুজ রঙের গুঁড়ো বেশ করে মিশিয়ে গায়ে মুখে হাতে পায়ে মাখাতে হবে কালো করবার জন্যে। রং মাখাবার আগে হিমানী স্নো বা এমনি আর কোনো মলমের আস্তর দিয়ে নেবে।

মাথায় পরচুলো—লম্বা বাব্‌ড়ী, গোঁফ সাধারণ রকমের—কালো কস্‌মেটিকে তুলি বুলিয়ে এঁকে দিতে পারো।

৮ম—**ছেলের দল**—রকমারি রঙের কোট, সার্ট, পাঞ্জাবী গায়ে। কেউ কেউ খেলার হাফ্‌প্যাণ্ট পরে আছে। চুলের এবং টেরির ফ্যাশানও হরেক রকমের। পরচুলো পরিয়ে কারু চুল আজব ধরণের করা যেতে পারে।

কারু হাতে ফুটবল, কারু হাতে ব্যাট, কেউ বা আসছে বাঁশী বাজাতে বাজাতে। দুটি দুটি আবার গলাগলি ধরেও আসছে।

বেশির ভাগ ছেলেরই খালি পা, বিশু বাদে সব ছেলেই পরচুলো পরতে পারে। বিশুকে পরচুলো পরানো যেতে পারে না, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে খুলে যাবে।

ষ্টেজ বা রঙ্গমঞ্চ—সখের দলের অভিনয়ে সব চেয়ে শক্ত কাজ, ষ্টেজটি সাজানো। সিন্ অর্থাৎ দৃশ্যপট দিয়ে সাজানো সোজা—কেননা নাটকের দৃশ্যের সঙ্গে মিল ক'রে সিন্ বেছে নিয়ে খাটিয়ে দিলেই হলো। কিন্তু যেখানে সিনের অভাবে শুধু পর্দা দিয়েই ষ্টেজ সাজাতে হয়, সেখানে রঙের দিকে বেশি নজর রাখা দরকার। এই অবস্থায় সব-পেছনের যে পর্দাখানি (back ground) তা হবে মিশকালো বা আশমানি রঙের। এতে পর্দার সুমুখে অভিনেতাদের মূর্ত্তি বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে, অথচ পর্দার রং চটকদার না হওয়ায় ওদিকে দর্শকদের চোখ যাবে না।

যবনিকা—একেবারে সুমুখে—সাধারণ ষ্টেজের যবনিকা আর ড্রপ্‌সিন হামেশা থাকে। ছেলেদের অভিনয়ে শুধু মোটা কাপড়ের একখানি যবনিকা হলেই চলে যাবে। যবনিকা করতে হবে লাল বা সাদা পর্দার। এটি ঝুলিয়ে দেবে ফুট্‌লাইটের সারের ঠিক পেছনে।

ষ্টেজ আড়াল করবার জন্যে যবনিকার চারপাশে পর্দা দিতে হবে।

সাইড উইংস্—ষ্টেজের ভেতর দিকে দু'ধারে যেখানে উইংস্ থাকে, সেখানেও পর্দা দিতে হবে—নইলে সাজঘর এবং ভেতরের সবই দর্শকদের চোখে পড়্‌বে। অভিনেতাদের ঢোকবার বেরুবার রাস্তা রেখে দুপাশে দুখানি পর্দা খাটিয়ে দিতে হবে ইংরেজী হরপ L (এল্)এর মতো করে, তা হলেই এখানকার কাজ এক রকম শেষ। এ-পর্দা পেছনকার পর্দার চেয়ে একটু ফিকে রঙের হওয়া চাই।

আর সব পর্দা থাক্‌বে একেবারে আঁটা—অচল (fixed), শুধু যবনিকাখানি গুটোবার আর মেলে ফেলবার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

এদুটি কাজ যাতে একটি লোকই একপাশে দাঁড়িয়ে কর্‌তে পারে এমনি কৌশলে ওটি খাটাতে হবে।

দৃশ্য—প্রত্যেক দৃশ্যের অভিনয় শেষ হ'লেই যবনিকা ফেলবে, তারপরে আবার অন্য দৃশ্য সাজিয়ে তবে যবনিকা গুটোতে হবে। কেয়াফুলের দৃশ্য পাঁচটি কি ক'রে সাজাতে হবে বল্‌ছি।

১নং দৃশ্য

পেছনে দেবার জন্যে যদি সিন্‌ জোগাড় হয়, তবে এমন একটি পছন্দ করে নিতে হবে যার নীচের দিকে একসার গাছ—আর গাছের মাথা থেকে নীল আকাশ আঁকা একেবারে ওপর অবধি। সিন্‌ না জুট্‌লে একখানি মিশ্‌কালো পর্‌দা দেবে। তারপর ষ্টেজের এক কোণে কেয়াঝোপ বসিয়ে দিতে হবে।

কেয়াঝোপের পাশে বিশু আগে থাক্‌তেই বসে থাক্‌বে গালে হাত দিয়ে। যবনিকা সরে গেলে তবে কিনু ষ্টেজে ঢুক্‌বে—আগে নয়। যে পথে কিনু ঢুকলো—সে পথেই তাকে খাবার আনতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু খাবার এনে দিয়ে—গানটি শেষ কর্‌তে কর্‌তে অন্য পাশে যাবে। রাখাল ও গোপাল যে পথে ষ্টেজে ঢুক্‌বে—সে পথে ফিরে যাবে না—যাবে উল্টো দিকে।

২নং দৃশ্য

১নং দৃশ্যের ব্যাক্‌গ্রাণ্ডই থাক্‌বে—শুধু কেয়াঝোপটি অন্য কোণে সরিয়ে বসাতে হবে। ছেলের দল ঢুকে খেলায় মন দেবে। কিনু আড়াল থেকে ব্যাগ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে——'কারুর কিছু হারিয়েচে' —আড়ালের অন্য পাশ থেকে শুনেই 'কিরে কি পেয়েছিস' বলে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে বিশু ছুটে আস্‌বে মাঠের দিকে। সে সময়

কিন্তু ব্যাগ নিয়ে এসে ছেলের দলের সামনে দাঁড়াবে—কথা কইতে কইতে, ছেলের দল তার দু-পাশে আর পেছনে থাক্‌বে। ব্যাগ নিয়ে পালাবার সময় বিশু—দৌড়বে যে দিকে খুশি এক মুখো—কোনো ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে—কাউকে এড়িয়ে ঘুরে ফিরে—কারু বাড়ানো হাত ঝাপ্‌টা মেরে সরিয়ে। বিশুর পেছনে পেছনে ছুট্‌বে ছেলের দল।

৩নং দৃশ্য

আঁকা সিন্‌ পাওয়া গেলে ৩নং দৃশ্যের পেছনে থাক্‌বে বাগান-বাড়ীর সিন্‌। না হলে কালো পর্‌দাই চল্‌বে। কিন্তু কেয়াঝোপটি সরিয়ে নিতে হবে ষ্টেজ থেকে। তার বদলে সেখানে সুবিধে হলে একটি দোকানঘর ক'রে বসাতে হবে—কলকাতার পানের ক্ষুদে দোকানের মতো। দোকানের পসরা হবে বিস্‌কুট, লজেঞ্জ, লাটাই আর ঘুড়ি। কাঠের প্যাকিং বাক্সর চার কোণে পেরেক দিয়ে চারটি লম্বা বাখারি বসাও—ঘরের খুঁটির মতো। বাক্স আর বাখারি রঙীন্‌ কাগজে মুড়ে দাও—বাখারিগুলোর মাথায় খাটাও চাঁদোয়া। বাখারির গায়ে ঝুলিয়ে দাও নানান রঙের ঘুড়ি আর লাটাই—বাক্সটির ওপরে রাখো রঙীন্‌ কাগজে মোড়া বিস্কুট লজেঞ্জের কৌটো। দোকানের পাশে বা পেছনে তোমাদের কেউ দোকানদার সেজে দাঁড়াও—দাড়ীগোঁপ পরে—মাথায় পাগড়ী বেঁধে। যবনিকা সরে গেলেই দোকানদার দুচার বার চেঁচাবে—ইস্‌কুল বিসকুট পয়সামে চার্‌—বাবু—ইস্‌কুল বিস্‌কুট্‌—।

তারপরেই আড়াল থেকে চীৎকার হবে—পুলিশ্‌! পুলিশ্‌! পাকড়াও—পাকড়াও! তখন পাহারাওলা তার লম্বা লাঠি নিয়ে ঢুক্‌বে এক লাফে—পথ আগ্‌লে দাঁড়াবে—উল্‌টো দিক থেকে বিশু ছুটে আস্‌বে —ফিরে ফিরে পেছনে তাকাতে তাকাতে—পাহারাওলাকে আগে

দেখ্‌তে পাবে না—একেবারে তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে তবে অবাক্‌ হয়ে যাবে। হুঁসিয়ার—পাহারাওলার পেছনদিক থেকে যেন বিশু না ঢোকে।

৪নং দৃশ্য

আঁকা সিন্‌ হলে ৪নং দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউণ্ড্‌ করবে দোর-জানালাওলা দেয়ালের সিনে। তার সুমুখে লম্বা বেঞ্চি দুখানি পাশাপাশি রেখে ছোপানো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও—পায়া অবধি। কাপড়ে ঢাকা বেঞ্চি থাক্‌বে একেবারে সিনের গা ঘেঁষে—এই হবে বিশুদের বাড়ীর রোয়াক।

পেছনে সিনের বদলে কালো পর্‌দা হলে—বেঞ্চিদুখানি বসাতে হবে এক কোণে টেরচা করে, আর পেছনের বেঞ্চিখানির পেছন দিকের দুটি পায়ায় বাখারি বেঁধে তাতে দোর-জানালা আঁকা কাগজের একখানি মাপসই পট এঁটে দিতে হবে। বেঞ্চি দুখানি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেই খাসা রোয়াক হবে।

এই রোয়াকে বিশুর বাপ বসে তামাক খেতে থাক্‌বে। একপা ঝুলিয়ে—অন্য পা তার ওপরে তুলে। ব্যাগটি দেখতে পেয়ে—আশ্চয্যি হয়ে—লাফিয়ে উঠতে হবে—তাই পা ঝুলিয়ে বস্‌তে বলা হলো, নইলে তাড়াহুড়ো করে উঠ্‌তে গিয়ে হয়তো বেঞ্চিই উল্টে ফেলে দেবে।

শেষটায় প্রস্থানের বেলা বিশুর বাপ পাহারাওলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে লাঠিগাছটি নিয়ে আস্‌বে—তারপরে সে-ই আগে আগে যাবে, পাহারাওলা যাবে তার পেছনে।

৫নং দৃশ্য

৫নং দৃশ্য হুবহু ২নং দৃশ্যের মতো—কোনো তফাৎ নেই। তবে ছেলের দল সে সময় গান গাইতে গাইতে আস্‌বে কেয়াঝোপের দিকে। তারপরে যা-যা কর্‌তে হবে—নাটকে পর-পর বলে দেওয়া হয়েছে।

শেষকথা—মনে রাখতে হবে পাহারাওলার পার্টটি হাসি-মস্‌করার—অঙ্গ-ভঙ্গি গোঁফে চাড়া—বুক ফুলিয়ে চলা—লাঠি বাগাবার কায়দা—এ সব চাই—তার সঙ্গে চাই হিন্দুস্থানীর ভাঙা-ভাঙা বাংলা বুলি।

অভিনেতাদের পার্টগুলি ভালরকম মুখস্থ হওয়া চাই—তবু পাছে কেউ কোনো কারণে থতমত খেয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলে তাইজন্যে একজন প্রম্পটার রাখা দরকার। বইখানি তাকে ভালরকম রপ্ত করে রাখ্‌তে হবে। নতুন লোক—যে কখনো নাটকের বইখানি পড়ে নি—কিছুতে প্রম্পটারের কাজ নিখুঁৎ কর্‌তে পার্‌বে না।

গানের মহলা বেশি দিন ধরে দিতে হবে—কোনো রকম খুঁৎ না থাকে তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। হারমোনিয়াম বাজাবার জন্যে পাকা লোক একটি চাই—যেন গাইয়েকে সে ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারে। তবলা-বাঁয়ার ব্যবস্থা কর্‌বে যদি ওস্তাদ বাজিয়ে পাওয়া যায় তবেই, নইলে দরকার নেই।

ষ্টেজ খাটিয়ে পুরোপুরি ভাব-ভঙ্গি ড্রেস্‌-সমেত নিদেন একটিবারও ষ্টেজ-রিহার্সেল্‌ দেবে, তা না দিয়ে কখনো আসরে নামবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য



শহরতলির পথ

এপাশে কেয়াঝোপ, ওপাশে খেলার মাঠ

কিনু

হাঁ ভাই বিশু, তুই একলাটি এখানে চুপ-চাপ বোসে আছিস কেন ? কি হয়েচে তোর ?

বিশু

যা-যা—বিরক্ত করিস নে আমাকে, কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার।

কিনু

ভাল লাগে না ! কেন লাগে না ভাল ! অসুখবিসুখ করেচে নাকি ? তোর মুখ অমন শুকনো কেন, তাই বল্ দেখিনি ?

বিশু

না খেলে সবারই মুখ অমন শুকনো হয়। খেয়েছিস কিনা আকণ্ঠা, তাই বুঝতে পারচিস না।

কিনু

ওঃ তাই বল্—খাসনি। কেন তুই খাসনি—হাঁ ভাই বিশু

বিশু

খেতে দিলে তো খাবো। মা গেছে মামাবাড়ী—তারাগুনে, বাবা গেচে আফিস—দোরে তালাচাবি বন্ধ কোরে।

কিনু

মা চোলে গেল মামাবাড়ী—তোকে না নিয়ে! কোথায় ছিলি তুই তবে?

বিশু

কোথায় আর থাকবো! ও পাড়ায় বেড়াতে গেছলুম—শুধু একটুখানি।

কিনু

যখন ফিরলি, তখন বুঝি মা ঘরে নেই—চোলে গেচে?

বিশু

ন'টার ট্রেনে যেতে হয় যে! মা দেরি করতে পারে নি। আমার ফিরতে একট্ দেরি হয়েছিল কিনা।

কিনু

বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

বিশু

হয়েছিল বই কি। তা—হলে কি হবে বল্ ? রাগ হলে যদি বাবার কিছুমাত্তর জ্ঞান থাকে ! যে রকম তেড়ে এসেছিল, ধরতে পারলে আর আস্তো রাখতো না আমাকে—হাড়মাস পিষে দিয়ে তবে ছাড়তো। ভাগ্যিস পড়ে গেছ্‌ল—হুঁচোট খেয়ে !

কিনু

তা রাগ তো হবার কথাই বিশু। সকালবেলা হলো পড়া করবার সময়। তখন পড়াশুনো না কোরে পাড়ায় বেরুলে, রাগ আবার কার বাপের না হয়ে থাকে—তাই তুই বল্ দেখিনি। বুঝেচি—এই জন্যেই তিনি দোরে চাবি বন্ধ কোরে বেরিয়ে গেছেন। খেতেও পাবি নে, বাড়ীতে ঢুকতেও পাবি নে—এই তোর শাস্তি। তা এতক্ষণ শাস্তিভোগ বড় কম হয় নি—তোর মুখ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্চে। অমন কাজ আর কখনো করিস নে—জানলি ? এখন এক কাজ কর—কিছু খা।

বিশু

কি খাবো—শুনি ? কলে জল আসে নি—আঁজলা আঁজলা জল খেলুম পুকুর থেকে ধোরে। পেট তবু ঠাণ্ডা হয় না—জ্বলে —কেবল জ্বলে। পয়সাকড়ি কিছু আছে তোর কাছে ?

কিনু

কি কোরে থাকবে আমার কাছে পয়সাকড়ি ? আমরা যে ভাই গরিব মানুষ।

বিশু

গরিব মানুষ যারা নয়, তাদের কাছেও দেখেচি চেয়ে—দেয় না। বলে, কোথায় পাবো পয়সা !

কিনু

তবেই তো।—আচ্ছা তুই একটু বোস্—কোথাও যাসনে—জানলি ? আমি চট্ কোরে ঘুরে আসচি বাড়ী থেকে—যদি কিছু পাই।

[কিনু চোলে গেল]

বিশু

অষ্টরম্ভা ! বাড়ীতে কোনো দিন ওর হাঁড়ি চড়ে, কোনো দিন চড়ে না, আর ও কিনা আমাকে খাবার এনে খাওয়াবে ! তবেই হয়েচে আর কি ! তবু মনটা ওর ভাল, তা বলতে হবে। ক্ষিদেয় চিঁচিঁ করতে করতে তো কত সাঙাতের পায় পায় ঘুরলুম ! একটা আধলা-পয়সার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ! কেউ ফিরেও চাইলে না। ও তো তবু যেচে এসে খবর নিয়েচে, কাছে বোসে ছুটো মিষ্টি কথাও কয়েচে—

[রাখাল ও গোপাল ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়াল]

রাখাল

এই যে বিশে এখানে! হাঁরে এখানে একলা বোসে কি কচ্ছিস তুই। তোর জন্যে যে আমরা চরকি-ঘোরা ঘুরচি সেই কখন থেকে! কোনো জায়গা আর বাকি রাখি নি।

বিশু

ভাগ্যি বলতে হবে! তা হঠাৎ বিশের কদর এতটা বেড়ে গেল কেন, বল দেখিনি। ছাই ফ্যালবার বেলাই না—ভাঙা কুলোর খোঁজাখুঁজি?

গোপাল

বা-রে—তা কেন? তোর কদর তো আমাদের কাছে সব দিনই সমান। তুই-ই তো হলি আমাদের দলের সর্দ্দার। দরকার হলেই আমরা সক্কলকার আগে করি তোর খোঁজ।

বিশু

হাঁ হাঁ—থাম, সব জানি; অতো আর বক্তিমেয় কাজ নেই। এখন কি করতে হবে, তাই বল না?

গোপাল

ঐ যে ঝোপটা দেখছিস না—তোর সুমুখে? ওর ভেতর কি আছে জানিস? ভারি একটা মজার জিনিষ! সকালবেলা রাখাল আর আমি দেখে গেচি। কারুকে কিচ্ছু বলি নি—কারুকে না।

রাখাল

বল্ তো কি আছে বিশে, ঐ ঝোপের ভেতর ?

বিশু

আছে একটা এই মস্তবড় ঘোড়ার ডিম।

গোপাল

তুই জানিস নে। সত্যিই একটা মজার জিনিষ আছে—খুব মজার। এতক্ষণ বোসে আছিস এখানে, তবু টের পাসনি !

বিশু

কি কোরে পাবো টের শুনি ?

গোপাল

ভর্ ভর্ কচ্চে গন্ধ ! বলে কিনা—কি কোরে পাবো টের !

রাখাল

কেয়াফুল রে বিশে, কেয়াফুল—ঝোপের ভেতর অনেকগুলো ফুটে আছে এক জায়গায়।

গোপাল

ছাখ্ না উঠে এসে এগিয়ে—খুব—খুব ভেতরের দিকে।

বিশু

হুঁ—বয়ে গেচে। বুঝতে পেরেচি, ঐ ফুল পাবার জন্যেই বিশেকে এত খোঁজাখুঁজি ! কি প্রাণের বন্ধু গো সব তোমরা

আমার ! কেয়াঝোপের ভেতর যত রাজ্যের সাপখোপের বাসা—কেউটে গোখরো শঙ্খিনী পদ্মিনী, আরো কত রকমের। নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয় ! সেইখানে ঢুকে আমাকে ফুল এনে দিতে হবে ! যাক্ শত্তুর পরে পরে। মতলব এঁটেছিস বড় মন্দ নয় !

রাখাল

কেন, তুই কি আর কখনো ঢুকিস নি নাকি ঝোপের ভেতর ?

বিশু

ঢুকেচি—বেশ করেচি। আগে জানতুম না—তাই ঢুকেচি। তা বলে রোজ-রোজই ঢুকতে হবে নাকি ?

কিনু

[হাঁপাতে হাঁপাতে] পেয়েচি রে পেয়েচি, একেবারে খালি হাতে ফিরতে হয় নি। বিশে, বরাত তোর নেহাত মন্দ নয় দেখচি।

[রাখাল ও গোপালকে দে'খে] হাঁ রে তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন ! বিশেকে চাই বুঝি তোদের ? কিন্তু ওকে তো তোরা এখন পাবিনে। ওযে এখনো কিছু খায়নি।

রাখাল

খায়নি এখনো ! কেন ও খায়নি রে, কিনু ?

কিনু

সে অনেক কথা—পরে শুন্‌বি, এখন ওকে তোরা একটু ছেড়ে দে।

গোপাল

ওঃ বুঝতে পেরেচি, খায় নি বোলেই ওর মেজাজ এমন তিরিক্ষে।

[গোপাল ও রাখাল চোলে গেল]

কিনু

এই নে খা—দুটো মুড়িমুড়কি আর বাতাসা। ঘরে ছিল, চাইতেই মা দিলে।

[কিনু নিজের কোঁচড় থেকে বিশুর কোঁচড়ে ঢেলে দিলে]

বিশু

মুড়িমুড়্‌কি ঘরে কখনো আমি খাই নি—জানলি? কি খাই—জানিস? লুচি, পরোটা, সন্দেশ, হালুয়া ;—কদাচ কখনো পাউরুটির স্লাইস—মাখন মিছরি দিয়ে। তা তুই যখন এনেছিস এত কষ্ট কোরে আর ক্ষিদেটাও পেয়েচে বড্ড বেয়াড়া রকম—

কিনু

নে নে আর অতো মুখফট্‌টাই করতে হবে না। যা পেয়েছিস তাই খেয়ে নে পেট ভোরে। না খাওয়ার চাইতে



তো আর চিঁড়ে কসা নয়! খেয়ে, ঐ পুকুর থেকে আঁজলা কোরে জল খা গে। পেট ঠাণ্ডা হবে এখন।

[বিশু খেতে লাগল, কিনু খুশি হয়ে গান গাইতে গাইতে চোলে গেল]

গান

আজ হয়েছি রাজা আমি
মনে মনে ভাই।
মনে হচ্ছে—আমার যেন
অভাব কিছু নাই—
মাথায় সোনার মুকুট ঝলে,
মোতির মালা দুল্‌চে গলে,
সখাসাথী সবাই সাথে
—আসরটি জমাই।
ঘোড়া আছে অনেক রকম
আমার ঘোড়াশালে,
মস্তবড় হস্তীশালা
বোঝাই হাতীর পালে।
টাকার ঘরে—টাকার খনি
জ্বলছে কেবল হীরে মণি,
চাচ্চে যে যা—কাছে এসে,
দিচ্চি তারে তাই।

বিশু

ঝোপে ফুল ফুটে আছে—বিশে জানে না—তবে জানে যেন কে! বিশে যদি না জানবে, তা হলে সে এখানে বোসে আছে কেন—আর সব জায়গা ফেলে! ঝোপের ফুল এতক্ষণ ঝোপে থাকত কি? তার হাতের ভেতর এসে যেতো না বুঝি—যদি না বিশেকে ক্ষিদেয় একটু কাবু করত। অনেক কাঁটাকুটো লতা-পাতা সাফ কোরে তবে যে ভেতরে ঢুকতে হবে! ঢের মেহনত আছে তাতে। রোসো, আগে খাবারটা খেয়ে গায়ে একটু জোর কোরে নিই, তারপর দেখা যাবে, ফুল—বিশেই পায়, কি, আর কেউ পায়।

কিন্তু তোদের কেন দিতে গেলুম? কাঁটার খোঁচা খেয়ে, জঙ্গল সাফ কোরে মরব আমি, আর গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুলের ভাগ নিবি তোরা! মামার বাড়ীর আব্দার আর কি! সেটি হচ্ছেনা কিছুতে।

সাপখোপ?—কিসের সাপখোপ! কতবার তো ঝোপে ঢুকে ফুল আমি কেটে এনেচি। কই, কখনো তো দেখতে পাইনি কিছু। লোকে যে বলে, কেয়াবনে সাপের বাসা—সে মিছে কথা। তা ঐ মিছে কথাটায় আমার বেশ কাজ হয়েচে কিন্তু তা বলতে হবে। নইলে এখান থেকে ওরা এত সহজে নড়তে চাইত কি?

[খেলার মাঠ থেকে চীৎকার—কারুর কিছু হারিয়েচে]

কি রে—কি, কি পেয়েছিস? [বিশু ছুটে চলল]

খেলার মাঠ

ছেলেরা খেলা করছে—হুটোপাটি করছে

কিনু

কারুর কিছু হারিয়েচে ?

মদনমোহন পালিয়েচে ?

কারুর কিছু হারিয়েচে ?—

[দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছেলেরা এসে তাকে ঘিরে ধরল]

গোপাল

কি পেয়েছিস রে কিনু—কি পেয়েছিস ? টাকা পয়সা না আর কিছু ?

রাখাল

টাকাপয়সা না হাতী !—হয় তো একটা ভোঁতা কলম, নয় তো একটা ভাঙা পেন্সিল—

বিশু

ছুরিকাঁচি হলেও হতে পারে।

কিনু

না রে—না, সে সব নয়—আর কিছু।

কারুর কিছু হারিয়েচে

মদনমোহন পালিয়েচে ?

বিশু

না—বোধ হয় খেলো কিছু নয়। রকম দেখে মনে হচ্চে, খুব দামীই একটা কিছু হবে। এমন কি পেলে তবে কুড়িয়ে!

ছাখা না—কি পেয়েছিস, হাত কেন লুকিয়ে রাখছিস পকেটে?

কিনু

কেন আগে ছাখাবো?—সবাই দেখুক না ভাল কোরে, কার কি হারিয়েচে।

ছেলেরা

না-রে না—আমাদের কারুর কিছু হারায়নি। তুই ছাখানা—কি পেয়েছিস।

কিনু

ব্যাগ্ রে ব্যাগ্—এই ছাখ একটা মানিব্যাগ!

বিশু

মানিব্যাগ! টাকা আছে নাকি? কত টাকা?—দেখেছিস?

কিনু

না, দেখিনি। এই তো পেলুম সবে কুড়িয়ে। রোস্, দেখচি এখুনি।—নোট রে! নোট! অনেকগুলো! সবই দেখচি টেনরুপি নোট! এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত,

আট, নয়, দশ—সবসুদ্দু দশখানা। দশ দশে শ, তা হলে তো বড় কম টাকা নয় রে!

বিশু

হাঁ রে কি করবি তুই—এই টাকা দিয়ে?

কিনু

কি করব আর! তোকে দেব!—আর তুই সন্দেশ, রসগোল্লা, দরবেশ, সরভাজা, রাজভোগ—এই সব কিনে খাবি। পরের টাকায় খাবার খেতে ভারি মজা—না? নোলায় জল আসচে? কেটে ফ্যাল্ তোর অমন নোলা।

রাখাল

না না টাকাগুলো তুই আমাদের ক্লাবে দে। খুব ভাল ভাল ফুটবল, ব্যাটবল, নেট্, র‍্যাকেট্, ক্যারেম্‌বোর্ড,—এই সব কেনা যাবে। যখন যে খেলা খুশি খেলব।

গোপাল

উহুঁ, এ টাকা কোনো রকম আমোদের জন্যেই খরচ করা উচিত নয়। আমি বলি কি, যারা খুব গরিব মানুষ—খেতে পায়না, এই টাকা দিয়ে তাদের খুব বড় একটা ভোজ দেওয়া হোক।

কিনু

গরিবদের ভোজ দেওয়া অবিশ্যি খুব ভাল কাজ, কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্চ যে, এ টাকা আমাদের নয়। কাজ যত

ভালই হোক, পরের টাকা দিয়ে তা করবার অধিকার কারুই নেই।

বিশু

বেশ, তা হলে আর কিছু কোরে কাজ নেই—দাও ব্যাগসুদ্দু টাকা জলে ফেলে।

কিনু

তা কেন দেব রে? যার টাকা তাকে যাতে ফিরিয়ে দিতে পারি, তাই করব।

বিশু

ঘোরো তবে দেশময় সব লোকের বাড়ী বাড়ী—শুধু শহরময় ঘুরলেও চলবে না!

কিনু

কেন করতে হবে ঘোরাঘুরি? এখানে থেকেই যার টাকা তাকে আমি দিয়ে দেবো—তুই দেখে নিস।

বিশু

কি কোরে দিবি শুনি?—তুক কোরে ডেকে এনে নাকি?

কিনু

তোর মুণ্ডু কোরে। ব্যাগসুদ্দু টাকা আমি হেডমাষ্টার-মশাইকে দিয়ে দেব। তিনি খবরের কাগজে লিখে দেবেন যে, একশো টাকার একটা ব্যাগ মাঠের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া গেচে, যার জিনিষ তিনি যেন এসে নিয়ে যান।

গোপাল

হাঁরে হাঁ—সেই ভাল। খবরের কাগজে এরকম খবর লিখে দেয়—আমি জানি। খবর পেয়ে যার জিনিষ—সে এসে নিয়ে যায়।

বিশু

হুঁ নেয়—তুই দেখেছিস্! আচ্ছা, কেউ যদি এসে মিছি-মিছি কোরে বলে যে, ও আমার টাকা, দাও আমাকে দিয়ে—তা হলে?

কিনু

তা হলে অমনি তাকে দিয়ে দিলুম আর কি! ব্যাগ আর টাকা যে তার—প্রমাণ বুঝি দিতে হবে না তাকে?

বিশু

এই নে—তবে তার প্রমাণ খুব ভাল কোরে।

[খপ্ কোরে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে বিশু ছুটে চল্‌ল]

কিনু

দেখলে!—ধর্ ধর্ নিলে নিলে: ওরে হতভাগা থাম—থাম বলছি, পরের টাকা যে!

•[কিনু ছুটে চল্‌ল বিশুর পিছু পিছু, সঙ্গে সঙ্গে আর সব ছেলেরাও হল্লা কোরে ছুট্‌ল]

[৩]

পথের মোড়

লাঠি হাতে পাহারাওলা

[বিশু ব্যাগ নিয়ে ছুটে আসছে—পেছনে পেছনে ছেলের দল]

কিনু

পুলিশ ! পুলিশ ! পাকড়াও পাকড়াও—

ছেলেরা

পুলিশ ! পুলিশ ! পালায় পালায়—

পাহারা

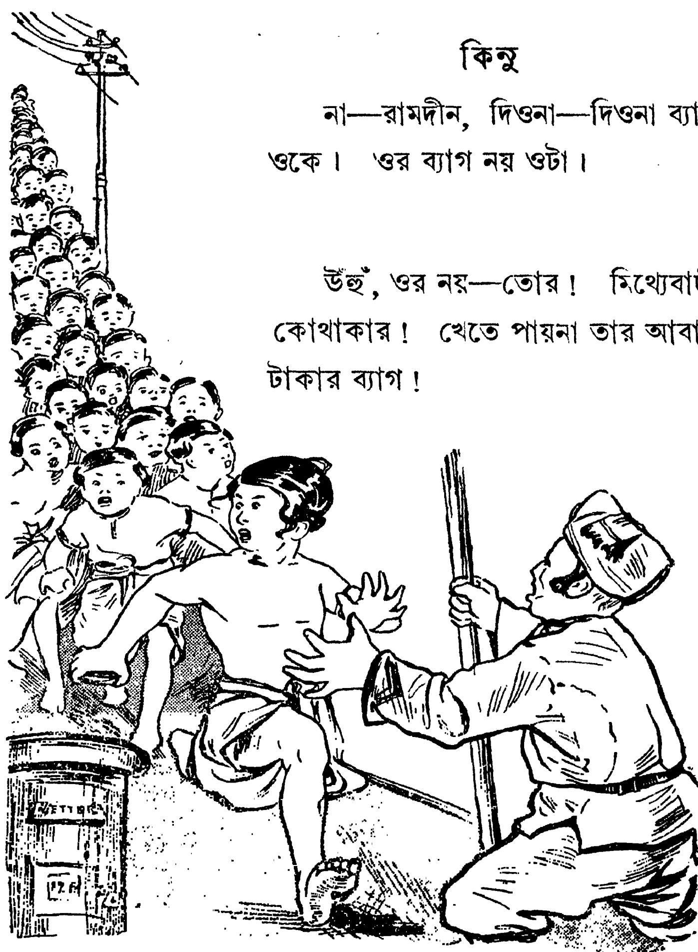
হেঁইও, আর হোবে না পালাতে। এ বড়া শক্ত ঠাঁই আছে।

[ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে বিশুর হাত ধরলে]

এ যে বিশোবাবু !—সরকার মোশার ছেলিয়া ! হাঁ রে তুমি এ বেগ লিয়ে দৌড় করছ কেনো ?

বিশু

ওরা যে ব্যাগ কেড়ে নিতে চায়—আমার কাছ থেকে ! দৌড়বনা তো চুপ করে বোসে থাকব;না কি ? দাও না তুমি—আমার ব্যাগ আমাকে !



কিনু

না—রামদীন, দিওনা—দিওনা ব্যাগ ওকে। ওর ব্যাগ নয় ওটা।

উঁহুঁ, ওর নয়—তোর! মিথ্যেবাদী কোথাকার! খেতে পায়না তার আবার টাকার ব্যাগ!

কিনু

ব্যাগ আমি পথে কুড়িয়ে পেয়েচি রামদীন।

বিশু

কুড়িয়ে পেয়েছিস তো মাথা কিনেছিস আর কি! কুড়িয়ে পেয়েছিস বোলেই বুঝি ব্যাগ তোর হয়ে গেচে?

কিনু

বা রে, আমি কি তাই বলচি!

বিশু

তবে! শুন্‌লে তো রামদীন, ও ব্যাগ ওর নয়। মিছে কেন ব্যাগ তুমি আটক কোরে রাখচ—দাওনা দিয়ে আমাকে।

পাহারা

খালি গুলমাল কোরবে—কুচ্ছ্ দেবে না শুনতে। হাঁরে তুমাকে হামি এ বেগ কেনো দেবে? তুমার নাকি এ বেগ আছে?

বিশু

হাঁ আমার—আমার আছে বই কি।

ছেলেরা

না—না রামদীন, ব্যাগ ওর নয়।

বিশু

তোদের নাকি তবে? ষাঁড়ের মতো গাঁ গাঁ কচ্চিস যে বড়!

কিনু

ব্যাগ ওরও নয়—আমাদেরও নয়, আর কারু। পথে আমি কুড়িয়ে পেয়েচি। ও কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল।

পাহারা

তুমারা সবাই দেখেছে ?

ছেলেরা

হাঁ—হাঁ দেখেচি—দেখেচি বই কি।

পাহারা

দেখেছে—কি দেখেছে ? কে পেয়েছে বেগ ?—কেন্নোবাবু, না বিশোবাবু ?

ছেলেরা

কিনু—কিনু—কিনু পেয়েচে।

পাহারা

কোন্ ঠিকানায় পেয়েছে ?

গোপাল

ঐ যে আমাদের খেলার মাঠ দেখা যাচ্চে না—ওরই ধারে।

পাহারা

তবে এ বেগ তুমি কেনো চাচ্ছে ?—কেনো এ বেগ তুমি ওর হাত থেকে কেড়ে লিয়েছে ?

বিশু

কেন নেব না কেড়ে ? ব্যাগ ওদের নাকি যে খালি ওরাই নেবে—আর আমি হাত কোলে কোরে দাঁড়িয়ে থাকব হাঁদাগঙ্গা-রামের মতো ?

পাহারা

আর বোলতে হোবেনা—হামি বুঝতে পেরেছে তুমার মতলব। তুমি যে কেত্তো বড়া বখাট ছেলিয়া আছে, সে হামি বেশ জানে। হামার কাছে তুমার চালাকি করা না চলবে।

আচ্ছা কেন্নোবাবু, বেগে কেত্তো টাকা ছিল—বোলতে পারে ? তুমি গুনতি করিয়ে দেখেছিলো ?

কিনু

হাঁ দেখেছিলুম। দশখানা নোট ছিল—সব দশ দশ টাকার। সবাই দেখেচে।

পাহারা

আর কিছু না ছিল ?—সিকি, আধুলি, টাকা।

কিনু

না আর তো দেখিনি কিছু—শুধুই নোট।

পাহারা

তা হোলে রোসো হামি দেখছে—সব ঠিক আছে, কি, না আছে। [গুনে দেখে বললে] না কুছ গরমিল নেহি।

কিনু

গরমিল কি কোরে হবে? আমরা যে ছুটে আসচি—পিছু পিছু।

পাহারা

আচ্ছা কেন্নোবাবু, এই টাকা—তুমি কি করবে মনে করেছে?

কিনু

এ পরের টাকা—আমি কিছুই করব না। ভেবেচি, হেড-মাষ্টার মশাইকে দেব, তিনি যার টাকা তাকে দিয়ে দেবেন।

পাহারা

বহুৎ আচ্ছা—টাকার যে মালিক আছে তাকে তুমি দিতে চাচ্ছে। কিন্তু মাষ্টারমোশাকে দিয়ে সে কাজ কি কোরে হোবে?

কিনু

কেন, তিনি খবরের কাগজে এই খবর ছাপিয়ে দেবেন।

পাহারা

সে বহুৎ ঝন্‌ঝট কেন্নোবাবু,—জানে না? তার চাইতে হামি যা বোলে তাই তুমি করো—সহজেই কাম হাঁসিল হোয়ে যাবে। থানায় টাকা জমা করিয়ে দেও—যার টাকা তার চট্ করিয়ে মিলে যাবে।

কিনু

থানায় টাকা জমা কোরে দিলেই যার টাকা তার মিলে যাবে, কি কোরে মিলে যাবে রামদীন?

পাহারা

কেনো—পুলিশ লুটিশ দিয়ে লোক বের করবে। এ রকম তো পুলিশ কেত্তো করেছে, তা বুঝি তুমি জানে না কেন্নোবাবু!

কিনু

না, তা সত্যিই আমি জানি না রামদীন। পুলিশ পরের জন্যে এতটা করবে! কেন করবে?

পাহারা

হা-হা-হা কেনো করবে! দশজনের কাম করবার জন্যেই তো পুলিশ-লোক আছে। নইলে আছে কি করতে? এই যে

চোর-ডাকাত ধরছে, পথে পথে ঘুরিয়ে পাহারা দিচ্ছে—সে কার জন্যে ?

কিনু

বেশ, তা হলে, ও ব্যাগ আর আমি চাই না, টাকাসুদ্দু ওটি তুমি থানায় জমা করে দিও। যার টাকা সে পেলেই হলো।

পাহারা

তা সে পাবে—আলবৎ পাবে, তার জন্যে কুচ্ছু ভাবতে হোবে না। তবে তুমাকে একঠো কাম করতে হোবে কোন্নাবাবু। একদফে থানামে যেতে হোবে—হামারা সাথ।

কিনু

থানায় যেতে হবে। কেন যেতে হবে থানায় ? তুমিও তো পুলিশ।

পাহারা

হাঁ, হামি পুলিশ আছে বটে, কিন্তু হামার তো এসব লেবার হুকুম নেহি। যার ওপর হুকুম, তার কাছে তুমাকে এই টাকা জমা করিয়ে দিতে হোবে। তা হামার সাথ যাবে, তুমার ডর কি আছে ? থানামে ডর তো চোরডাকাত আর বদ্‌মাসের।

[পাহারাওলা এগিয়ে চলল]

বিশু

ছেড়ে দাও—দাওনা ছেড়ে রামদীন। কেন তুমি আমাকে মিছিমিছি ধোরে রাখচ ?

পাহারা

আরে নেহি—নেহি ছোড়বে হামি তুমাকে। তুমাকে হামি জেল দেবে, ঘানি টানাবে, আচ্ছা কোরিয়ে পিট্টি খাওয়াবে।

বিশু

কেন—কেন তুমি আমাকে জেল দেবে—পিট্টি খাওয়াবে ?—কি করেচি আমি ?

পাহারা

কি কোরেছে! টাকার বেগ ছিনিয়ে লিয়ে তুমি দৌড় করেছিলো কেনো ?

বিশু

তা—তা—আমি তো সে ব্যাগ তোমাকে দিয়েই দিয়েচি রামদীন—

পাহারা

দিয়ে দিয়েছে! অমনি দিয়ে দিয়েছে!

কিনু

ওকে তুমি জেল দেবে? সত্যি সত্যিই জেল দেবে রামদীন?

পাহারা

দেবে না তো কি কোরবে? ও তো বদমাস আছে—পাক্কা বদমাস। তুমার হাত থেকে এত্তো লোকের সামনে টাকার বেগ ছিনিয়ে লিয়েছিলো।

গোপাল

উল্টে আবার চালাকিও করা হচ্ছিল—যেন ব্যাগটি ওরই—আমরাই যেন ওটি কেড়ে নিতে আসছিলুম ওর কাছ থেকে।

কিনু

ও যে একটু বেশি দুষ্টু তা ঠিক—তবু—

গোপাল

তবু! তবু আবার কি! জেল না খাটলে ও কক্ষণো টিট্ হবে না। অমন নিমকহারামের জন্যে কারু আবার মন কেমন করে নাকি! কিছু খায়নি বোলে তুই না ওকে ঘর থেকে খাবার এনে খাইয়েছিস্?

পাহারা

খাবার এনে খাইয়েছে! হো-হো-হো এই তো চাহি বিশো-বাবু! উপকারীর ঘাড়ই তো মটকাতে হোয় সব্‌সে পহেলা।

এই বয়সেই তুমার এত্তো গুণ—বাঁচিয়ে থাকলে তুমি যে একঠো কি হোবে, তাই হামি ভাবছে। তোমার মতো গুণমন্ত ছেলিয়াকে কি অম্‌নি হামি ছোড়্ দিতে পারে!

কিনু

দ্যাখো, হাজার হোক ছেলেমানুষ তো! এক সঙ্গে খেলাধূলো করি। ওকে তুমি আমাদের কাছ থেকে ধোরে নিয়ে যাবে!

পাহারা

হা-হা-হা, বেগ ছিনিয়ে লিলে তুমার কাছ থেকে, ধরিয়ে লিয়ে যাবে কাদের কাছ থেকে, তাই তুমি বলো দেখি, কেন্নোবাবু?

কিনু

ওর বাপ-মা কি মনে করবে, তাই আমি ভাবচি।

পাহারা

তুমি কি ভাবছে কেন্নোবাবু, বিশোবাবুকে জেলখানায় দিলে ওর বাপ-মা বেজার হোবে? ও যে-রকম বে-আদব ছেলিয়া আছে—তাতে জেলখানায় আটক থাকলে তো তাঁরা একটু তবু হাঁপ ছাড়িয়ে বাঁচবে।

কিনু

সে কথাও বড় মিছে বল নি রামদীন, ওর বাপ ওর ওপর আজ যা চটেছেন—

পাহারা

কেনো—কেনো তিনি আবার আজ চটলেন ওর ওপর, আরো কোনো দুষ্টুমি করিয়েছে নাকি ?

কিনু

কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছল পাড়ায়। পড়াশুনো কিচ্ছু করেনি। মার সঙ্গে যাবার কথা ছিল মামার বাড়ী, তাও যায়নি—

পাহারা

তার ওপর করিয়েছে এই সব কাণ্ড। ভাল কথা তুমি হামাকে মনে করিয়ে দিয়েছে কেন্নোবাবু। ওকে হামি আগে লিয়ে যাবে, সরকার-মোশার কাছ। তাঁর হাতে ওকে আচ্ছা করিয়ে পিট্টি খাইয়ে তারপর লিয়ে যাবে জেলখানামে ঘানি টানাতে। তা হোলেই ওর খুব আক্কেল হোবে।

[হঠাৎ হাতে কামড় দিয়ে বিশে হাত ছাড়িয়ে ছুটলো]

উঃ উঃ বাপ—বাপ ! ক্যা শয়তান লেড়্কা !—

বিশু

[একটু গিয়েই পেছন ফিরে বলতে লাগল—]

রামদীন ধিন্ ধিন

এক দুই সাড়ে তিন

অমাবস্যা ঘোড়ার ডিম।

রামদীন ধিন্ ধিন্—

ফুঃ বড় মুরোদ, একটা ছেলের সঙ্গে পারে না—দুয়ো !

পাহারা

রোসো, হামি তোমাকে মজা দেখাচ্ছে ।

বিশু

রোসো—হামিও তোমাকে দেখাচ্ছে মজা—

[তিন লাফে পগার পার]

পাহারা

এমন বেয়াড়া লেড়্‌কা হামি আর কক্ষণো দেখল না । হাতটা হামার একেবারে জখম করিয়ে দিয়েছে । এত্তবড়া পাহাড়ে জোয়ান হামি আছে, হামাকেও একটু ভয় করলো না ! সরকার-মোশা এমন ভালমানুষ, আর তার ছেলিয়া এমন ডাকু ! ওতো বাপের নাম না ডুবিয়ে ছোড়বে না । সরকার-মোশার সঙ্গে একবার মুলাকাৎ না করিয়ে তো হামার যাওয়া হোতে পারে না । তুমি ততক্ষণ মাঠে একটু খেলাধূলা করিয়ে কেন্নোবাবু, যাবার সময় তুমাকে হামি ডাকিয়ে লিয়ে যাবে ।



[৪]

সরকারবাড়ীর সদর

হরিহর সরকার তামাক খাচ্ছেন, আর আপন মনে বোকছেন—

ওই হতচ্ছাড়াটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ওই তো দিলে আমার আফিসের বেলা বইয়ে, আর আমার মেজাজটা এমন বিগড়ে। আফিসে গিয়ে কেবল কাজে ভুল আর সাহেবের সঙ্গে খিটিমিটি—এই কোরেই আজ কেটেছে প্রায় সারাটা দিন। তারপর আবার এই লোকসান—পাঁচ নয়, দশ নয় এক সঙ্গে একবারে একশো! কেমন কোরে কখন্ যে পকেট থেকে খোয়া গেল বুঝতেই পারলুম না!

পাহারা

রাম রাম, বাবুজী!

হরিহর

[হুঁস নেই—বোকেই চোলেছেন] ছেলে নয় শত্তুর! ওরই জ্বালায় প্রাণ আমার বেরিয়ে যাবার জোগাড়। আজ একবার বাড়ীতে পা দিলে হয়—পা খোঁড়া না কোরে আমি ছাড়চি না কিছুতে। কতক্ষণ আর থাকবেন গাছে গাছে মাঠে মাঠে—পেট যে বড় বালাই—

পাহারা

[জোরে] বাবুজী, রাম-রাম!

হরি

আরে রামদীন যে! কি খবর?

পাহারা

খবর বড়া আচ্ছা নেই হুজুর।

হরি

খবর যে আচ্ছা নেই, সে আমি বেশ বুঝতে পারচি। কি ব্যাপার, তাই তুমি বলো দেখি রামদীন?

পাহারা

আপনার ছেলিয়া বিশোবাবুর কথা হামি বোলছে। সে কি কোরেছে—আপনি জানে?

হরি

কি করেচে! কোথায় সে হতভাগা! তার জন্যে আমি গলায় দড়ি দেব—না, জলে ডুবে মরব, তাই তুমি বলো দেখি রামদীন! হাড়মাস যে পুড়িয়ে খেলে আমার।

পাহারা

একঠো টাকার বেগ ছিনিয়ে লিয়েছিলো—লিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো—

হরি

টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল ! বলো কি ! তা যেতে পারেনি তো পালিয়ে । পাকড়াও করেচ তো ?

পাহারা

পাকড়া তাকে হামি কোরেছিলো, কিন্তু রাখতে পারলো না—

হরি

রাখতে পারলে না ! তুমি এতবড় একটা ধেড়ে জোয়ান হয়ে এ কথা বলচ কি কোরে ! গায়ে তার যত জোরই থাক্ না —সামান্য একটা বাচ্ছা বইতো নয় !

পাহারা

বয়সে বাচ্ছা হোলে কি হোবে বলুন তো ?—চালাকিতে যে সে হামার দাদামোশা আছে, সেতো আপনি জানেনা । হাতটা হামি ওর বেশ আচ্ছা কোরেই ধরিয়ে রেখেছিলো । কিন্তু সে করলো কি জানে ? যেই হামি একটু বে-হুঁস্ হোয়েছে, অমনি হাতে কট্ করিয়ে দিয়েছে এক কামড়—

হরি

ব্যাটার কি সাহস—তাই তুমি বলো দেখি রামদীন ! পুলিশ !—যার নামে খুনে ডাকাত গুণ্ডারাও ঘাব্ড়ে যায়,— তাকেও এতটুকু ভয় নেই ! ওর হলো কি !

দেখি—দেখি তোমার হাতটা, দাঁত বসিয়ে দিয়েচে নাকি ?

পাহারা

একঠু বসিয়েছে বই কি, তা আপনি ভাববে না—অমনি সারিয়ে যাবে। ও হামার অভ্যেস আছে। ঢের ঢের বদমাস্ হামাকে পাকড়া কোরতে হোয় তো।

হরি

হাতটা যে একেবারে ফুলে উঠেছে লাল হোয়ে! এ্যাঁ—এমন পাজি ছেলেও মানুষের ঘরে জন্মায়! ওকে তুমি হাতে পেয়েও হাতের সুখ তুল্লেনা! লাঠির ঘা দিয়ে দাঁত ক'টা যদি ভেঙে দিতে পারতে—বড় খুশি হতুম আমি।

পাহারা

আপনার কাছে তো হামি ধোরেই লিয়ে আস্ছিলো—ওকে সায়েস্তা করবার জন্যে। তা আনতে পারলো কই—এমন ছুট্ করলো যে, সে হামি আপনাকে আর কি বোলবে!

হরি

ব্যাগসুদ্দু ?

পাহারা

না, বেগসুদ্দু নয়। বেগ হামি কেড়ে লিয়ে আগেই পাকেট্মে রেখেছিলো।

হরি

যাক্—তবু ভাল যে, ব্যাগ নিয়ে পালাতে পারে নি। কিন্তু কার ব্যাগ? বিশে—ব্যাগ পেলে কোথা?

পাহারা

কেন্নোবাবু বোলে একঠো ছেলিয়া আছে না?—তারই কাছ থেকে।

হরি

কেন্নোবাবু! কিনু! কিনুর ব্যাগ! কোন্ কিনুর কথা বলচো তুমি?

পাহারা

আপনি যার কথা বোলছে, হামিও সেই কেন্নোর কথাই বোলছে। বেগ তো সে ঘর থেকে আনলো না—পথে কুড়িয়ে পেলো।

হরি

পথে কুড়িয়ে পেয়েচে! কোন্ পথে পেলে কুড়িয়ে? আমিও যে আজ একটা মানিব্যাগ হারিয়েছি রামদীন।

পাহারা

কেত্তো টাকা ছিল তাতে?

হরি

একশো টাকা—একশো টাকার নোট রামদীন। আমাকে একেবারে পথে বসিয়েছে।

পাহারা

একশো টাকার নোট! কেত্তো টাকার কেত্তো নোট ছিলো বেগে?

হরি

সব দশ দশ টাকার।

পাহারা

এই বেগেও তো ঠিক তাই আছে হুজুর। তা হোলে এ বেগ তো আপনার হোলেও হোতে পারে। দেখুন তো ভাল করিয়ে।

[ব্যাগ দিলে]

হরি

আরে, এ যে আমারই ব্যাগ রামদীন!—আমারই ব্যাগ। কোথায় পেলে কিন্তু এ ব্যাগ কুড়িয়ে?

পাহারা

পথে—খেলার যে ময়দান আছে না, তারই বগল।

হরি

খেলার মাঠের কাছে!—হাঁ হাঁ ঠিক ওখানেই তো পাবার কথা বটে। ঐ হতভাগা ঊনপাঁজুরে ছেলেটার জন্যেই এ ব্যাগ আমি হারিয়েছিলুম রামদীন! বাড়ী থেকে কখন বেরিয়েছিল জানো? সেই ভোরে—কাক-কোকিল ডাকবারও আগে। মামার বাড়ী যাবে—আমার পরিবারের সঙ্গে। পরশু দিন ওর মামার বিয়ে। যাবার কথা, সকাল বেলা—ন'টার ট্রেনে। এসে হাজির দশটায়!

পাহারা

সে হাসি শুনেছে।

হরি

শুনেচ! কোথায় শুনলে?

পাহারা

ঐ কেন্নোবাবুর কাছে।

হরি

বোধ হয় গল্প করেচে—এসব ওর কাছে বাহাদুরির কথা কিনা।

তারপর যা বলছিলুম—শোনো। এলো—সেই দশটায় যখন আফিস বেরুবো সেই মুখে। দেখে যা রাগ হোলো সে

আর কি বলবো ! ধরতে গেলুম ওর টুঁটি চেপে। নাগাল পেলে দেখিয়ে দিতুম—ওরই একদিন, কি, আমারই একদিন। কিন্তু ব্যাটা হনুমানের সঙ্গে কি ছুটে পারবার জো আছে ! ছোটে—না উড়ে চলে কিচ্ছু বোঝবার জো নেই !

পাহারা

সে আর বোলতে হবে না হামাকে—হামি তা নিজের চোখেই দেখেছে হুজুর।

হরি

তখন সবে উঠেচি খেয়ে। হাঁসফাঁস করে ছুটতে ছুটতে ঝোপের পাশে মোড় ফিরতে গিয়ে—গেলুম হোঁচোট খেয়ে পোড়ে। ব্যাগটা বোধ করি তখনি ছিট্‌কে পোড়েছিল, কিন্তু আমি টেরই পাই নি ;—মন গেছল খিঁচড়ে, তার ওপর এই আছাড় !

টাকাটা আমার নিজের নয় রামদীন—ওরই দাদামশাই পাঠিয়েছিলেন, ছেলের বের সওদা কত্তে। ভেবেছিলুম, আজই সব কিনে-কেটে, কাল ওকে নিয়ে তারাগুনে চলে যাব। আফিস থেকে বেরিয়ে পকেটে হাত দিয়ে আমার যা অবস্থা হোলো—সে আর বলবার নয়। দশদশে শ—বড় তুটিখানি কথা নয় তো রামদীন ! সব আমাকে গচ্চা দিতে হোতো ! তুমি যে আমার কি উপকার কোরেচ—সে আমি বলতে পারি না। তোমাকে আমি দশটি টাকা বকশিস দিচ্চি—জলপানি খেয়ো।

[হরিহর একখানা নোট বের করলেন]

পাহারা

মাপ কোরবেন হামাকে।—ও হামি নিতে পারবে না।

দেখুন, একঠো কথা হামার মনে হোচ্ছে। বিশোবাবু বোলছিলো কি—ও বেগ হামার, ও বেগ হামার। তবে কি আপনার বেগ ও চিনতে পেরেছিলো!

হরি

আরে চিনবে কি কোরে? ব্যাগ তো এ রকম কত আছে। আর চিনতে পারলেই—তুমি বুঝি মনে করেচ—আমার ব্যাগ ও আমাকে ফিরিয়ে দিত! তেমন ছেলেই বটে বিশে! একটি পয়সাও আমি পেতুম না—একটিও না। অমন পাজি আখ্‌খুটে ছেলে, তুমি কোথাও দেখতে পাবে না।

শুনে তুমি অবাক হবে রামদীন যে, ওকে আমি আজ কিছুই খেতে দিই নি—তবু ও এই রকম সব দৌরাত্ম্যি কোরে বেড়াচ্ছে।

পাহারা

হা-হা-হা আপনি খেতে না-দিয়েছে বোলেই বুঝি বিশোবাবু না-খেয়ে আছে! খেতে না দিলেও সে খেতে জানে—সরকার-মোশা! কেন্নোবাবুর কাছ থেকে সে খাবার চেয়ে খেয়েছে। তবুও দেখুন, ও তার হাত থেকেই টাকার বেগ ছিনিয়ে লিয়ে গেলো।

হরি

বলেচি তো, অমন পাজির পা-ঝাড়া ছেলে তুমি কোথাও পাবে না। ওর কাছে কি উপকারী অনুপকারী আছে!

পাহারা

কিন্তু ছেলিয়া বটে কেন্নোবাবু! বেগ ওর হাত থেকেই তো কেড়ে লিয়েছিলো, তবু যখন বিশোবাবুকে হামি পাকড়া করিয়ে বললো—জেলখানায় লিয়ে যাবে, ঘানি টানাবে—কেন্নোবাবুর চোখে জল এলো—বললো, ওকে কি সত্যি সত্যিই তুমি ধরিয়ে লিয়ে যাবে রামদীন?

হরি

হাঁ, কিনু—ছেলে বটে ছেলের মতো।

পাহারা

এই কেন্নোবাবুর হাতে পড়েছিল বোলেই আপনার টাকার বেগ আপনি ফিরিয়ে পেয়েছে। নইলে পাওয়া ভারি মুস্কিল হোতো!

হরি

মুস্কিল হোতো কি বল্‌চ! পেতুমই না নিশ্চয়। অমন ছেলে আজকালকার দিনে ক'টা আছে!

পাহারা

বক্‌শিস যদি দিতে চান সরকার-মোশা, তবে আপনি সেই কেন্নোবাবুকেই দেবে। সে গরিব বেচারা আছে, তার উপকার হোবে।

হরি

সে কথা আমাকে বলতে হবে না, তাকে যা পারি সে আমি নিশ্চয় দেব। এখন তোমাকে যা দিচ্ছি, তাই তুমি নাও। কিন্নুর মতো ছেলে ব্যাগ পেয়েছিলো, আর তোমার মতো পাহারাওয়ালা তা ঠেকিয়ে রেখেছিল, তাই আমার ব্যাগ আবার আমি ফিরে পেয়েচি।

পাহারা

বেশ, যদি না নিলে বেজার হোন, দিন তবে হামাকে আপনি যা দেবে। [হাতে নোট পেয়ে] এখন, আমার এই টাকা হামি আপনাকে রাখতে দিলো। আপনি যখন কেন্নোবাবুকে বকশিস দেবে, তখন সেই সঙ্গে, এই টাকাও তাকে দিয়ে দেবে, তা হোলেই ও টাকা হামার পাওয়া হোবে।

হরি

অবাক কাণ্ড! পুলিশের ভেতর এমন লোক থাকতে পারে, না-দেখলে আমি বিশ্বাসই করতুম না।

আচ্ছা চলো তবে এখনি কিনুর কাছে—তাকে আশীর্ব্বাদ কোরে আসি।

পাহারা

চলিয়ে হুজুর—সে খেলার মাঠেই আছে।

হরি

আর আমার সেই হতচ্ছাড়া ডানপিটেটা গেল কোথায়—বলতে পারো ?

পাহারা

যাবে আর কোথায় ? হয়তো কাছেই কোথাও ছিপিয়ে আছে, নয়তো খেলার মাঠেও থাকতে পারে।

হরি

রোসো—তা হোলে একটু দাঁড়াও। আমার সেই পাকা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে আসি ! ব্যাটাকে একবার দেখতে পেলে—



শহরতলীর পথ

এপাশে কেয়াঝোপ, ওপাশে খেলার মাঠ

বিশু

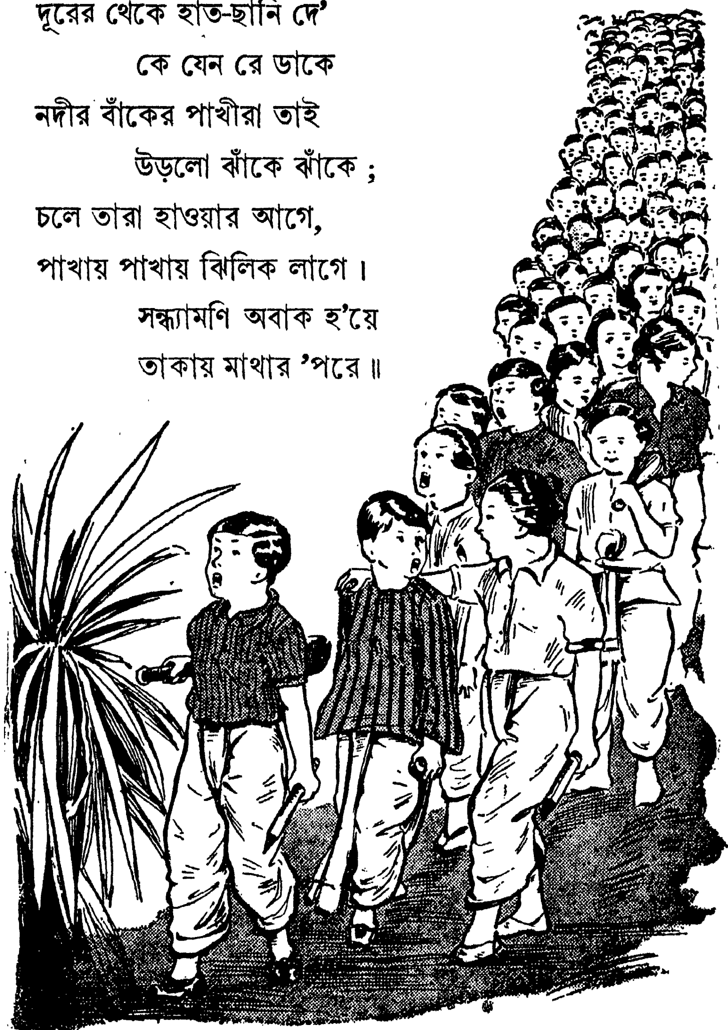
কেয়াফুল—কেয়া মজার ফুল! ভর্ ভর্ করে গন্ধ! দেখ্‌তে ঠিক যেন সাদা চামর! এই ফুল দিয়ে কেয়া খয়ের তোয়ের হয়। বেড়ে লাগে পান দিয়ে খেতে। কেটে নিয়ে ঘরে রেখে দেব। মা ফিরে এসে তোয়ের কোরে দেবে। তা ছাড়া ফুল বেচলেও পয়সা হয়—এক একটা কম কোরেও দু-দু পয়সা! [পকেট থেকে ছুরি বের কোরে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বিশু ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল]

[খেলার পরে, কিনু রাখাল গোপাল প্রভৃতি ছেলেরা গান গাইতে গাইতে ঝোপের পাশ দিয়ে ঘরে ফির্‌চে]

গান

খেলাধূলো শেষ হলো রে
চলো এবার ঘরে
আলোর কমল মলিন হয়ে
চল্‌লো দিগন্তরে।
গুটিয়ে নিতে পালের ধেনু
রাখাল ছেলে থামায় বেণু,
তরুর সারি শীতল ছায়া
পথের বুকে ধরে॥

দূরের থেকে হাত-ছানি দে'
কে যেন রে ডাকে
নদীর বাঁকের পাখীরা তাই
উড়লো ঝাঁকে ঝাঁকে ;
চলে তারা হাওয়ার আগে,
পাখায় পাখায় ঝিলিক লাগে।
সন্ধ্যামণি অবাক হ'য়ে
তাকায় মাথার 'পরে ॥



বিশু

উঃ মলুম রে মলুম—খেলেরে খেলে !

কিনু

ও কি ! কে চেঁচায় ঝোপের ভেতর !

বিশু

আমি রে আমি—খেলে—খেলে আমাকে ! সাপ-সাপ !

[কিনু ব্যস্ত হোয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল]

গোপাল

এ বিশে ছাড়া আর কেউ নয়। আমাদের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে নিজেই গিয়ে ঢুকেচে কেয়াঝোপে ! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল—মর এইবার সাপের ছোবল খেয়ে।

রাখাল

ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।

কিনু

[বিশেকে ঝোপের ভেতর থেকে টেনে বের কোরে] কামড়েচে—কোথায় কামড়েচে বিশু ?

বিশু

জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম। ডান হাতের এই আঙুলটায়।

কিনু

ভয় নেই—কোনো ভয় নেই। ছাখ্, এখুনি আমি তোকে ভাল কোরে দিচ্চি!

[বিশুর কাটা আঙুলে মুখ দেবার জন্যে মাথা নীচু করলে]

গোপাল

[বিশুকে টেনে ধরলে] ওরে কিনু, কি কচ্চিস্! বিষ যে—বিষ! কেউটে না গোখরো সাপের কে জানে! মুখ দিলে এখুনি তুই মরবি। দিসনি—দিসনি মুখ বলচি।

কিনু

[গোপালকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিলে] আরে ধ্যাৎ, মরি মরব—আমি মরব, তোর কি?

[আঙুলে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে ফেলতে লাগল]

গোপাল

মরবে—নিশ্চয় মরবে। বিশে তো মরেচেই, সঙ্গে সঙ্গে কিনুর দফাও শেষ। ডাক্—ডাক্ শীগ্‌গির্ ওর বাপকে!

[কয়েকটি ছেলে ছুটে চোলে গেল, হরিহর রামদীনকে নিয়ে এই পথে দেখা দিলেন]

হরি

এই যে—এই যে সেই হনুমান। সমস্ত শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে এইখানে হাজির! রোসো-রোসো বের কচ্চি আমি

তোমার ভিরকুটি আমার এই লাঠির মুখে—পাজি শয়তান কোথাকার !

[লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেলেন]

কিনু

থামুন থামুন—ঠাণ্ডা হোন্। রাগ করবার সময় এ নয়। এখন ওকে আপনি কিচ্ছু বলবেন না। আর একটু হোলে হয়তো ও মরেই যেতো—ওকে সাপে কামড়েচে।

হরি

থাক্—থাক্ সাপেই থাক্—ওকে সাপে খাওয়াই উচিত।

পাহারা

রাম! রাম! রাগের মাথায় কি বাত্ বোলছে আপ্নি!—ছেলিয়া যে! দেখুন, বাঁচে কি কি-হোয়?

কিনু

ভয় নেই, সব বিষ বেরিয়ে গেচে। রক্ত ওর আঙুলে যা ছিল, সব আমি চুষে ফেলে দিয়েচি। দেখুন না ওর মুখের দিকে চেয়ে—ও বেঁচে গেচে।

হরি

বলো কি! সাপের বিষে জেনে-শুনে তুমি মুখ দিয়েছিলে! কেমন আছো তুমি? খারাপ ঠেকচে না তো কোনো রকম?

কিনু

না, কেন ঠেকবে খারাপ! বরং খুব ভালই ঠেকচে আমার। কেন, আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন?

হরি

কিনু—তুমি মানুষ! মানুষের ছেলে! ওরে হতভাগা, ছাখ্ ছাখ্—চেয়ে ছাখ্, ছেলে বলে কাকে! তোর মতো দস্যি ছেলেকে বাঁচাবার জন্যেও জীবনের দিকে ফিরে চায় না,—সাপের বিষে মুখ দেয়, এমন ছেলে কি দেবতার ঘরেও আছে!

[কিনুকে আদর কোরে বুকে ধরলেন]

দীননাথ

[ব্যস্তভাবে উপস্থিত হয়ে] কিনু কই—কোথায় কিনু? —কিনু রে!

কিনু

এই যে বাবা আমি।

[দীননাথ ছুটে ছেলের কাছে গেলেন]

হরি

ভয় নেই ভাই, ভগবান তোমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, এমন ছেলেকে যদি তিনি না বাঁচাবেন, তা হলে বাঁচাবেন কাকে

বলো তো ? এমন ছেলের অমঙ্গল হলে, মানুষ যে ভগবানকে মঙ্গলময় বোলে ভাবতেই পারত না।

বহু তপস্যায় তুমি এমন সোনার চাঁদ ছেলে ঘরে পেয়েচ ! এর জন্যে তোমার বংশ উজ্জ্বল হবে, শুধু বংশই বা বলি কেন, দেশের মুখও উজ্জ্বল হবে।

দীন

আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদ, আর তাঁর ইচ্ছে।

হরি

তোমার ছেলের গুণ একমুখে বোলে শেষ করা যায় না। সাপের বিষ চুষে তো সে আমার ছেলেকে বাঁচিয়েচেই, সে খেতে পায়নি বোলে ঘর থেকে খাবার এনেও খাইয়েচে ! আবার আমার একটি ব্যাগ হারিয়েছিল—একশো টাকার নোটসুদ্দু। পথে কুড়িয়ে পেয়ে সে ব্যাগও আমায় ফিরিয়ে দিয়েচে !

কিনু

ওঃ! সে ব্যাগ বুঝি আপনার ?

হরি

হাঁ বাবা, আমার। রামদীন প্রমাণ পেয়ে সে ব্যাগ আমাকে দিয়ে দিয়েচে।

কিনু

তা হলে তো আর আমাকে থানায় যেতে হবে না রামদীন ?

পাহারা

না কেন্নোবাবু, আর তুমি থানামে যাবে কি করতে—ঝামেলা তো সব মিটিয়েই গেলো।

হরি

ব্যাগে টাকা আছে মোটে একশোটি—কিন্তু আমার সকল প্রাণের আশীর্ব্বাদে ভরা। এটি তোমায় নিতে হবে বাবা—বড় খুশি হবো আমি।

কিনু

না—না—এটি কেন নেব আমি ?

হরি

দীনু, তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি আমি। সে আজ যে উপকার আমার করেচে, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা দিলেও তার শোধ হয় না—সে আমি বেশ জানি। তার জন্যে তো এ নয়—এ আমার আশীর্ব্বাদ—তুমি হাত পেতে নাও দীনু।

দীন

আপনার পায়ের ধূলো, আর মুখের কথাই আমার আশীর্ব্বাদ—তার চেয়ে বেশি আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

পাহারা

এমন বাপ না হোলে কক্ষণো এমন ছেলিয়া হোয়! এই ছেলিয়া আর বাপ দুজনকে এক সঙ্গে দেখিয়ে, আজ যে আমার কি আনন্দ হোচ্ছে—সে হামি বোলতে পারে না। বোলো ভাই, বোলো—রামচন্দ্রজী মহারাজকি জয়—রামচন্দ্রজী মহারাজকি জয়!

